করোনায় আরও ৩৯ জনের মৃত্যু, শনাক্ত ২৯০৭

করোনাভাইরাসে গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে আরও ৩৯ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে দেশে মোট ৩ হাজার ৪৩৮ জন কোভিড রোগী মারা গেলেন।

এই সময়ে ২ হাজার ৯০৭ জন শনাক্ত হয়েছেন। এ নিয়ে দেশে মোট শনাক্ত হলেন ২ লাখ ৬০ হাজার ৫০৭ জন।

গত ২৪ ঘণ্টায় সুস্থ হয়েছেন ২ হাজার ৬৭ জন এবং মোট সুস্থ ১ লাখ ৫০ হাজার ৪৩৭ জন।

সোমবার স্বাস্থ্য অধিদফতরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক নাসিমা সুলতানা নিয়মিত ব্রিফিংয়ে এসব তথ্য জানান।

সূত্র- যুগান্তর

করোনায় মৃত্যুর মিছিল ৭ লাখ ৩৩ হাজার ছাড়িয়ে

কোভিড-১৯ মহামারীতে বিপর্যস্ত বিশ্ব। কিছুতেই মুক্তি মিলছে না। রোজ হাজার হাজার মানুষ মৃত্যুর মিছিলে যোগ হচ্ছেন। এরই মধ্যে লাশের সারি ৭ লাখ ৩৩ হাজার ছাড়িয়ে গেছে। ওয়ার্ল্ডওমিটারস এ তথ্য জানিয়েছে।

বিশ্বব্যাপী করোনায় আক্রান্ত ও মৃত্যুর পরিসংখ্যান রাখা আন্তর্জাতিক এই ওয়েবসাইটের দেয়া তথ্যানুযায়ী, বিশ্বে সোমবার দুপুর ১২টা পর্যন্ত করোনা আক্রান্ত শনাক্ত হয়েছেন দুই কোটি ২৫ হাজার ২৪৫ জন। আক্রান্তদের মধ্যে সুস্থ হয়ে উঠেছেন এক কোটি ২৮ লাখ ৯৯ হাজার ৮০১ জন। মৃত্যু হয়েছে ৭ লাখ ৩৩ হাজার ৯৯৭ জনের। আক্রান্তদের মধ্যে চিকিৎসাধীন ৬৩ লাখ ৯১ হাজার ৪৪৭ জন।

আক্রান্ত ও মৃত্যুতে শীর্ষস্থানীয় দেশগুলোর মধ্যে রয়েছে-যুক্তরাষ্ট্র, ব্রাজিল, ভারত ও রাশিয়া।

ওয়ার্ল্ডওমিটারসের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্রে এখন পর্যন্ত মারা গেছেন এক লাখ ৬৫ হাজার ৬১৭ জন।

সংক্রমণ ও মৃত্যুতে দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে ব্রাজিল। দেশটিতে করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা ৩০ লাখ ৩৫ হাজার ৫৮২। এর মধ্যে মারা গেছেন এক লাখ এক হাজার ১৩৬ জন।

আক্রান্তে তৃতীয় অবস্থানে থাকা ভারতে এখন পর্যন্ত আক্রান্তের সংখ্যা ২২ লাখ ১৪ হাজার ১৩৭। এর মধ্যে মারা গেছেন ৪৪ হাজার ৪৬৬ জন। তবে ইতিমধ্যে সুস্থ হয়ে উঠেছেন ১৫ লাখ ৩৪ হাজার ২৭৮ জন।

রাশিয়ায় এখন পর্যন্ত করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা ৮ লাখ ৮৭ হাজার
৫৩৬। এর মধ্যে মারা গেছেন ১৪ হাজার ৯৩১ জন। তবে আক্রান্তদের অধিকাংশই এরই মধ্যে সুস্থ হয়ে উঠেছেন। দেশটিতে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন ৬ লাখ ৯৩ হাজার ৪২২ জন।

বাংলাদেশে করোনাভাইরাসে তিন হাজার ৩৯৯ জনের মৃত্যু হয়েছে। শনাক্ত হয়েছেন দুই লাখ ৫৭ হাজার ৬০০ জন।

গত বছরের ৩১ ডিসেম্বর চীনের হুবেই প্রদেশের উহান শহরে প্রথম করোনার উপস্থিতি ধরা পড়ে। এখন পর্যন্ত ২১৩ দেশ ও অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে এই ভাইরাস। এই ভাইরাসকে বৈশ্বিক মহামারী ঘোষণা করেছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা।

সূত্র- যুগান্তর

সবচেয়ে কম করোনা শনাক্ত মেহেরপুরে, বেশি রাজধানীতে

এখন পর্যন্ত দেশে সবচেয়ে বেশি করোনা রোগী শনাক্ত হয়েছে রাজধানী ঢাকায়। আর সবচেয়ে কম রোগী শনাক্ত হয়েছে মেহেরপুরে। বাংলাদেশের

রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের (আইইডিসিআর) বরাত দিয়ে বিবিসি বাংলা এ তথ্য জানিয়েছে।

আইইডিসিআরে তথ্য অনুযায়ী, শুধু ঢাকা জেলাতেই করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৭০ হাজারের বেশি মানুষ। এর মধ্যে ঢাকা মহানগরীতে আক্রান্ত হয়েছেন ৬৬ হাজার মানুষ। এরপর সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত হয়েছেন চট্টগ্রামের বাসিন্দারা। এই জেলায় আক্রান্ত হয়েছেন ১৫ হাজার মানুষ। আক্রান্তের তালিকায় এরপরে রয়েছে- নারায়ণগঞ্জ (৬,০৩৩ জন), কুমিল্লা (৫,৮২৩ জন), ফরিদপুর (৫,২৮৮ জন)।

করোনাভাইরাসে সবচেয়ে কম রোগী শনাক্ত হয়েছে মেহেরপুর জেলায়। এখন পর্যন্ত এই জেলায় শনাক্ত হয়েছেন ২৪৬ জন।
শনাক্তের কম সংখ্যার দিক থেকে এরপরে রয়েছে পঞ্চগড়ের অবস্থান। এই জেলায় শনাক্ত হয়েছে ৩৪৫ জন। আর লালমনিরহাটে ৪১৯ জন।

উল্লেখ্য, দেশে প্রাণঘাতী করোনাভাইরাসে (কভিড-১৯) আক্রান্ত রোগী শনাক্ত প্রায় ২ লাখ ৬০ হাজারের কাছাকাছি। এখন পর্যন্ত মারা গেছেন প্রায় ৩ হাজার ৪০০ জন।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

জীবননগরে স্থাপিত হতে চলেছে ‘হাই-ফ্লো অক্সিজেন প্লান্ট’

করোনায় আক্রান্তদের জন্য মানবতার অন্যতম দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে যাচ্ছেন এলাকার কৃতি সন্তান মোখলেছুর রহমান টিপু তরফদার। নিচ তলায় থাকবে ৪টি বড় সিলিন্ডার এবং অক্সিজেন সরবারহ লাইনের মাধ্যমে ৩য় তলায় বেড ও কেবিনে ফ্লো-মিটারের মাধ্যমে রোগীর প্রয়োজনে সহজেই অক্সিজেন ব্যবহার করতে পারবে। ব্যাক-আপের জন্য অতিরিক্ত ৪টি সিলিন্ডার সর্বদা মজুদ থাকবে।

প্রায় ১০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে তিনি এই অক্সিজেন প্লান্ট স্থাপন করছেন। ইতোপূর্বে তিনি দামুড়হুদা উপজেলা হাসপাতালে একই রকমের

হাই- ফ্লো অক্সিজেন প্লান্ট স্থাপন করেছেন। যার মাধ্যমে এলাকার স্থানীয় করোনা আক্রান্ত রোগীরা সেবা নিচ্ছেন।

বাংলাদেশে করোনা সনাক্তকরণের পরপরই বিএন্ডটি গ্রুপের চেয়ারম্যান ও চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপি নেতা ইঞ্জিনিয়ার মোখলেছুর রহমান (টিপু তরফদার) কেন্দ্রের নির্দেশে গত ২৮শে এপ্রিল ২০২০ থেকে ১৫ই মে ২০২০ পর্যন্ত চুয়াডাঙ্গা নির্বাচনী এলাকায় নেতা-কর্মীদের মাধ্যমে ১৩ হাজার কর্মহীন পরিবারের মাঝে ১০ কেজি চাউল ও ৫ কেজি করে আলু মানবিক সহায়তায় প্রদান করেন।

পরবর্তীতে তিনি তার নির্বাচনী এলাকায় যে সকল মানুষ করোনা ভাইরাস চিহ্নিত হয়েছেন এবং নানা কারণে লক ডাউনে পড়েছেন তাদের প্রতি পরিবারের জন্য লোকসংখ্যা অনুযায়ী মানবিক সহায়তা প্রদান করেছেন।

জীবননগর উপজেলা হাসপাতালে হাই- ফ্লো অক্সিজেন প্লান্ট স্থাপনে কাজ করেছেন ঢাকাস্থ রবিন এন্টারপ্রাইজ। ইতোমধ্যে ঐ কোম্পানিকে মোট ব্যয়ের ৭৫% টাকা অগ্রিম পেমেন্ট করা হয়েছে। আগামী ১১-১২ আগস্ট ২০২০ তারিখের মধ্যে প্লান্টটি কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তর করা হবে বলে জানান, জীবননগর পৌর বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও জীবননগর থানার প্রধান ত্রাণ সমন্বয়কারী জনাব মাহাতাব উদ্দীন (চুন্নু)।

তিনি আরো জানান, হাই- ফ্লো অক্সিজেন প্লান্ট সম্পর্কিত কোন তথ্য জানার জন্য, যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ রইলো। দামুড়হুদা উপজেলা বিএনপি’র সাবেক সাধারণ সম্পাদক মোঃ জহুরুল ইসলাম, মোবাইল: ০১৭১৪-৪৪২৯৩০, জীববনগর পৌর বিএনপি’র সাবেক সাধারণ সম্পাদক মোঃ মাহাতাব উদ্দীন (চুন্নু), মোবা: ০১৭১৩-৯২২৮৩২।

স্বাস্থ্যবিধি না মানায় কুষ্টিয়ায় ৫৩ জনকে জরিমানা

স্বাস্থ্যবিধি না মানায় কুষ্টিয়ায় ৫৩জনকে জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত।

রবিবার দুপুরে শহরতলীর জগতিসহ বিভিন্ন এলাকায় এই অভিযান পরিচালনা করেন জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ সবুজ হাসান।

এ সময় তিনি জানান, স্বাস্থ্যবিধি না মানায় কুষ্টিয়া জেলা শহর ও পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে ৫৩ জনকে করোনা সংক্রমণ বিস্তার রোধে মাস্ক পরিধান না করায় সংক্রামক রোগ (প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ ও নির্মূল) আইন, ২০১৮ এর ২৫(২) ধারায় বিভিন্ন অংকের জরিমানা করা হয়।

অভিযান অব্যহত থাকবে বলেও জানান তিনি।

মেহেরপুরে আওয়ামী লীগ নেত্রী ও চিকিৎসকসহ নতুন ২১ জন করোনা আক্রান্ত

মেহেরপুরে জেলা মহিলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদিকা ও চিকিৎসকসহ নতুন করে ২১ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন।
রবিবার মেহেরপুরের সিভিল সার্জন ডা. নাসির উদ্দিন এ তথ্য নিশ্চিত কেরেছেন। তিনি জানান, ফলাফল এসেছে ৪০টি যার মধ্যে ২১ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছে (সদরের ১১ জন, গাংনীর ৯ জন এবং মুজিবনগরের ১ জন। এদিকে উপসর্গ পাওয়ায় নতুন করে নমুনা পাঠানো হয়েছে ৪৬ টি ।

ভিন্নসূত্রে পাওয়া আক্রান্তদের পরিচয় হলো- মেহেরপুর জেলা মহিলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদিকা লাভলি ইয়াসমিন, তাঁর মেয়ে মিথিলা, মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের চিকিৎসক ডা. মো: ফজলুর রহমান, শহরের চক্রপাড়ার সাইদ মনির হোসেন, থানাপাড়ার আনারুল ইসলাম, সদর উপজেলার শ্যামপুর গ্রামের শুকুর আলী, আমঝুপি গ্রামের আব্দুল হামিদ, আলমপুর গ্রামের আমিনুর রহমান, মেহেরপুর বড়বাজারের রফিকুর রহমান, কাথুলী সড়কের আজিজুল হক, গোভীপুর গ্রামের সোহেল রানা, মুজিবনগরের শিবপুর গ্রামের সেলিম গাজি, গাংনীর গাড়াডোব গ্রামের আনারুল ইসলাম, আনোয়ার, ছাতিয়ান গ্রামের আসাদুজ্জামান, ওলিনগর গ্রামের আশরাফুল ইসলাম, ষোলটাকা গ্রামের মোখলেসুর, গাংনী শহরের

আব্দুল মতিন, পশ্চিম মালসাদহের আবু জার, বামন্দি বাজারের আকিব আল আমিন, চৌগাছার শারমিন

সিভিল সার্জন আরো জানান, এ পর্যন্ত ২৮৪৪ টি নমুনা পাঠানো হয়েছে। ফলাফল এসেছে ২৬৬৬ টি। তার মধ্যে পজিটিভ ২৭৮ টি। মারা গেছেন ৮ জন, সুস্থ্ হয়েছেন ১৪১ জন এবং ট্রান্সফার্ড করা হয়েছে ২১ জনকে। বর্তমানে পজিটিভ রোগী রয়েছেন ১০৯ জন। এর মধ্যে সদর উপজেলায় ৫৩ জন, গাংনীতে ৪০ জন এবং মুজিবনগরে ১৬ জন।

ভারতে একদিনে সর্বোচ্চ আক্রান্ত ৬৪৩৯৯, মৃত্যু ৮৬১

করোনাভাইরাস সংক্রমণে ভারতে প্রতিদিনই নতুন নতুন রেকর্ড হচ্ছে। গত ২৪ ঘণ্টায় দেশটিতে সংক্রমিত হয়েছেন ৬৪ হাজার ৩৯৯ জন; যা একদিনে সর্বোচ্চ শনাক্ত।

এ নিয়ে বিশ্বের দ্বিতীয় জনবহুল এই দেশটিতে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা পৌঁছাল ২১ লাখ ৫৩ হাজার ১০ জনে।

গত ২৪ ঘণ্টায় মারা গেছেন ৮৬১ জন কোভিড রোগী। করোনায় মোট মৃতের সংখ্যা এখন ৪৩ হাজার ৩৭৯।

এছাড়া এই সময়ে সুস্থ হয়ে উঠেছেন ৫৩ হাজার ৮৭৯ জন রোগী। মোট সুস্থ ১৪ লাখ ৮০ হাজার ৮৮৪ জন।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের বরাতে রোববার এ তথ্য জানিয়েছে এনডিটিভি।

ভারতীয় এ সংবাদমাধ্যম জানায়, গত পাঁচদিনে ভারতের একদিনে সংক্রমণ সর্বাধিক। দুদিনের হিসেবে ভারতে সংক্রমণ প্রায় এক লাখ। পরপর তিনদিন ৬০ হাজারের ওপর দৈনিক সংক্রমিত হয়েছে। শনিবার ৬১ হাজার একদিনে শনাক্ত হয়েছে।

তিন সপ্তাহে ভারতে ১০ লাখ মানুষ আক্রান্ত হয়েছেন। ১৭ জুলাই

সংক্রমিত ছিল ১০ লাখ। আর ৮ আগস্ট পর্যন্ত সংক্রমণ ২০ লাখের ওপর।

গত ২৪ ঘণ্টায় সংক্রমণের বিচারে প্রথম পাঁচটি রাজ্য মহারাষ্ট্র, অন্ধ্রপ্রদেশ, কর্নাটক, তামিলনাড়ু এবং উত্তরপ্রদেশ।

মৃত্যুর নিরিখে গত ২৪ ঘণ্টায় সংক্রমিত রাজ্য মহারাষ্ট্র, তামিলনাড়ু, অন্ধ্রপ্রদেশ, কর্নাটক ও পশ্চিমবঙ্গ। সুত্র-যুগান্তর

দেশে একদিনে আরও ৩৪ কোভিড রোগীর মৃত্যু

করোনাভাইরাসে গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে আরও ৩৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে দেশে মোট ৩ হাজার ৩৯৯ জন কোভিড রোগী মারা গেলেন।

এই সময়ে ২ হাজার ৪৮৭ জন শনাক্ত হয়েছেন। এ নিয়ে দেশে মোট শনাক্ত হলেন ২ লাখ ৫৭ হাজার ৬০০ জন।

রোববার স্বাস্থ্য অধিদফতরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক নাসিমা সুলতানা নিয়মিত ব্রিফিংয়ে এসব তথ্য জানান।

গত বছরের ডিসেম্বরে চীন থেকে উৎপত্তি হওয়া প্রাণঘাতী করোনাভাইরাস বাংলাদেশসহ বিশ্বের ২১৩টি দেশ ও অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে।

গত ১১ মার্চ করোনাভাইরাস সংকটকে মহামারী ঘোষণা করে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও)।

বাংলাদেশে প্রথম কোভিড-১৯ রোগীশনাক্ত হন ৮ মার্চ এবং এ রোগে আক্রান্ত প্রথম রোগীর মৃত্যু হয় ১৮ মার্চ। সূত্র-যুগান্তর

করোনা থেকে বাঁচতে বিশেষ তোশক ব্যবহার করছেন মেসি-আগুয়েরো

এখন পর্যন্ত বৈশ্বিক মহামারি করোনা ভাইরাসের কোন প্রতিষেধক তৈরি করতে পারেনি কোন দেশ। তাই এই ভাইরাস থেকে বাঁচতে হ্যান্ড স্যানিটাইজার, মাস্ক, হেড ক্যাপ, গ্লাভসই একমাত্র ভরসা। তাতেও করোনার প্রকোপ থেকে রক্ষা পাওয়া যাচ্ছে না। সারা বিশ্বে তাণ্ডব চালাচ্ছে করোনাভাইরাস।

স্পেনে করোনার প্রকোপ কিছুটা কমেছে। তবুও সেখানকার তারকারা ঝুঁকি নিচ্ছেন না। সাবধানতা অবলম্বন করেই খেলতে নামছেন তাঁরা। লিওনেল মেসির মতো কেউ কেউ আবার বাড়িতেও বাড়তি সতর্ক। মেসি এখন ব্যবহার করছেন করোনা প্রতিরোধক তোশক।

মেসি অবশ্য সেই তোশক কেনেননি। যে সংস্থা এই তোশক তৈরি করেছে তাঁরাই বার্সেলোনার তারকাকে এটি উপহার দিয়েছে। এই তোশক চার ঘণ্টার মধ্যে করোনার জীবাণু মারতে সক্ষম বলে দাবি করেছে প্রস্ততকারক সংস্থা।

‘টেক মুন’ নামের সেই তোশকের উপর এখন মেসি ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা ঘুমোচ্ছেন। মেসি, সল নিগেজ ও সার্জিও আগুয়েরো, তিনজনকেই এই তোশক উপহার দিয়েছে প্রস্তুতকারক সংস্থা। এই তোশক ৯৯.৮৪ শতাংশ করোনার জীবাণু ধংস করতে সক্ষম বলে দাবি করা হয়েছে। মেসির এই তোশক নিয়েই এখন সোশ্যাল মিডিয়ায় জোর আলোচনা চলছে।

স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যম মুন্দো দেপোর্তিভো জানিয়েছে, এই তোশকের সুতোয় অতি সুক্ষ কণা। সেই কণা ভাইরাস মারতে সক্ষম। করোনা আক্রান্ত কেউ এই তোশকে ঘুমোলে তাঁর শরীরে থাকা করোনার জীবাণু মেরে ফেলতে পারবে এই তোশক।

করোনার থেকেও পাঁচ গুণ ছোট জীবানুনাশক কণা ব্যবহার করে এই তোশক তৈরি করা হয়েছে। এই প্রতিরোধ ব্যবস্থার নাম দেওয়া হয়েছে ‘ভাইরাক্লিন’। অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ মিডফিল্ডার নিগেজ এই তোশক প্রস্তুতকারক সংস্থার ব্র্যান্ড আম্বাসাডর। তিনি আবার জানিয়েছেন, এই তোশকে শরীর এলিয়ে দিলেই তাড়াতাড়ি ঘুম চলে আসবে।

সূত্র- ইত্তেফাক

করোনার উপসর্গ নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি সঞ্জয় দত্ত

বলিউড অভিনেতা সঞ্জয় দত্ত করোনার উপসর্গ নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। বুকে অস্বস্তি বোধ করায় শনিবার সন্ধ্যায় মুম্বাইয়ের লীলাবতী হাসপাতালে তাকে ভর্তি করা হয়েছে। ডাক্তাররা জানিয়েছেন, তাকে আইসিইউতে রাখা রয়েছে। তার অবস্থা স্থিতিশীল।

গত সপ্তাহে ২৯ জুলাই নিজের জন্মদিন কাটিয়েছেন ৬১ বছরের ‘সঞ্জু বাবা’। তার শরীরে অক্সিজেনের মাত্রা কমে গিয়েছিল। সে কারণে বুকে অস্বস্তি বোধ করেন তিনি। তবে সঞ্জয় দত্তের করোনা পরীক্ষার ফল নেগেটিভ আসে। তার করোনা পজিটিভ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

সে কারণে আরটি-পিসিআর পরীক্ষার জন্য আবার তার নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, তাকে নন-কোভিড ওয়ার্ডে রাখা হয়েছে। সঞ্জয়ের চিকিৎসক জলিল পারকার জানিয়েছেন, কেনো এ অভিনেতার শরীরে অক্সিজেনের মাত্রা ওঠানামা করছে, তা জানতে বেশ কিছু পরীক্ষা করা হবে।

এদিকে, শনিবার রাতে সঞ্জয় দত্ত টুইট করে শারীরিক অবস্থার কথা জানিয়েছেন। লিখেছেন, ‘সকলকে আশ্বস্ত করতে চাই যে, এখন আমি ভালো আছি। চিকিৎসকদের পর্যবেক্ষণে আছি। আমার কোভিড টেস্ট নেগেটিভ এসেছে। লীলাবতী হাসপাতালের চিকিৎসক, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীদের সেবা শুশ্রুষায় আশা করছি দু-একদিনের মধ্যে সুস্থ হয়ে বাড়ি যেতে পারব। আপনাদের শুভেচ্ছা ও প্রার্থনার জন্য ধন্যবাদ।’

সূত্র- বিডি প্রতিদিন